ছেলে হোক, মেয়ে হোক
দু'টি সন্তানই যথেষ্ট

পরিক্রমা

পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ক ত্রৈমাসিক মুখপত্র

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
কার্তিক-পৌষ ● ১৪২৫
নভেম্বর-জানুয়ারি ● ২০১৮-২০১৯

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে তাঁকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। সেইসাথে তিনি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে জনাব জাহিদ মালেক, এমপিকে মন্ত্রী এবং ডা: মো: মুরাদ হাসানকে প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব অর্পণ করায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।

জাহিদ মালেক, এমপি

জনাব জাহিদ মালেক, এমপি-র স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ

জনাব জাহিদ মালেক, এমপি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্বে নিয়োজিত হয়েছেন।

তিনি মানিকগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৫১ সালের ১১ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম কর্নেল (অব:) এ, মালেক ছিলেন ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী। তিনি একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক। তাঁর মাতার নাম ফৌজিয়া মালেক।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য জনাব জাহিদ মালেক ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে (সংসদীয় আসন) মানিকগঞ্জ-৩ থেকে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য। এ সময় তিনি সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য হিসাবে পররাষ্ট্র ও শিল্প মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটিতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও তিনি একই আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১২ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদীয় আসন মানিকগঞ্জ-৩ থেকে বিপুল ভোটে আবারও নির্বাচিত হন। গত ৭ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে বর্তমান সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

জনাব জাহিদ মালেক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে সম্মানসহ স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি রাজনীতির পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজকল্যাণ কাজের সাথেও প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত রয়েছেন। তিনি ঢাকাসহ মানিকগঞ্জের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সমাজ উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা রেখে চলেছেন। জনাব জাহিদ মালেক, এমপি দেশের একজন স্বনামধন্য ব্যবসায়ী। ইতিপূর্বে ১৯৮৪ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ থাই এ্যালুমিনিয়াম লি., সানলাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লি., বিডি থাইফুড অ্যান্ড বেভারেজ লি., রাহাত রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন লি., বিডি সানলাইফ ব্রোকারেজ হাউজ লি.-এর চেয়ারম্যান হিসেবে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। সেবামুখী গতিশীল স্বাস্থ্য খাত প্রতিষ্ঠায় দেশে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তিনি কাজ করে চলেছেন। স্বাস্থ্য খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা আনয়নে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন। তিন সন্তানের জনক জনাব জাহিদ মালেক এমপি'র সহধর্মিণীর নাম মিসেস শাবানা মালেক।

ডা: মো: মুরাদ হাসান, এমপি

ডা: মো: মুরাদ হাসান, এমপি-র স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ

ডা: মো: মুরাদ হাসান, এমপি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বে নিয়োজিত হয়েছেন।

তিনি ১৯৭৪ সালের ১০ অক্টোবর জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন দৌলতপুর গ্রামে এক ঐতিহ্যবাহী সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম অ্যাডভোকেট মতিয়র রহমান তালুকদার ও মাতার নাম মনোয়ারা বেগম। তাঁর পিতা ছিলেন একজন বরেণ্য রাজনীতিবিদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং জামালপুর জেলা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।

১৯৯০ সালে তিনি জামালপুর জেলা স্কুল হতে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে প্রথম বিভাগে (স্টার মার্ক) এসএসসি এবং ১৯৯২ সালে নটরডেম কলেজ থেকে বিভাগ বিজ্ঞান হতে প্রথম বিভাগে (স্টার মার্ক) এইচএসসি পাস করেন। ২০০১ সালে তিনি ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে এমবিবিএস পাস করেন। পরবর্তীতে ২০০৪-২০০৫ সালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে Plastic & Reconstructive Surgery'র ওপর Post Graduation Training (PGT) সম্পন্ন করেন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) থেকে ২০১১ সালে 'Radiation Oncology'ও ওপর এমফিল ডিগ্রি অর্জন করেন।

তিনি ২০০০ সালে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ শাখার 'সভাপতি', ২০০৩ সালে ৫ম কংগ্রেসে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কার্যকরী সদস্য নির্বাচিত হন। এছাড়াও ২০১৭ সালে তিনি ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির 'কার্যকরী সদস্য' নির্বাচিত হয়ে স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছেন।

তিনি ২০০৮ সালে নবম জাতীয় সংসদ ভবন নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন পেয়ে জামালপুর-৪ (সরিষাবাড়ি, মেস্টা ও তিতপল্লা) সংসদীয় আসন থেকে বিপুল ভোটে প্রথম সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একই সংসদীয় আসন থেকে বিপুল ভোটে আবারও নির্বাচিত হন।

তিনি সংসদ সদস্য হিসেবে জাতীয় সংসদের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে বিভিন্ন দেশ সফর করেন।

তিনি স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ (স্বাচিপ) এবং বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ) এর আজীবন সদস্য। এছাড়া তিনি জাতীয় ও সামাজিক জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিয়মিত আলোচক হিসেবে টেলিভিশনে টকশো, বিভিন্ন সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে সম্পৃক্ত রয়েছেন। তাছাড়া তিনি নিজ নির্বাচনী এলাকায় ২০০১ সাল থেকে লক্ষাধিক দুস্থ ও অসুস্থ রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করে আসছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের জনক। তাঁর স্ত্রী ডা: জাহানারা এহসানও একজন চিকিৎসক।

প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সাথে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ডা: মো: মুরাদ হাসান

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আয়োজনে আইইএম ইউনিটের সম্মেলন কক্ষে গত ২৯ জানুয়ারি ২০১৯ উক্ত অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের নবযোগদানকৃত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা: মো: মুরাদ হাসানের সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব কাজী মোস্তফা সারোয়ার প্রতিমন্ত্রী মহোদয়কে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান এবং পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের বিভিন্ন ইউনিটের কার্যক্রম ও তথ্য অবহিত করেন।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় ডা: মো: মুরাদ হাসান পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের লক্ষ্য এবং বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার নিয়ে কাজ করার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি আরও বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে হলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। তিনি অধিদপ্তরের সমস্যাগুলো নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং সমাধানের আশ্বাস দেন।

মতবিনিময় সভায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং এর অধীনস্থ' প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালক, উপপরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রিজিওনাল ও ডিস্ট্রিক্ট কনসালটেন্ট এফপিসিএস-কিউআইটিদের মাঝে গাড়ি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম, এমপি

রিজিওনাল ও ডিস্ট্রিক্ট কনসালটেন্ট এফপিসিএস-কিউআইটিদের মাঝে গাড়ি হস্তান্তর অনুষ্ঠান

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সিসিএসডিপি ইউনিটের আয়োজনে গত ২০ নভেম্বর ২০১৮ খ্রি: ৩০টি জেলায় রিজিওনাল ও ডিস্ট্রিক্ট কনসালটেন্ট এফপিসিএস-কিউআইটিদের মাঝে এক গাড়ি হস্তান্তর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম, এমপি। সভাপতিত্ব করেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব কাজী মোস্তফা সারোয়ার।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের বিভিন্ন ইউনিটের পরিচালক, এর অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালক, উপপরিচালক এবং বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় জনাব মোহাম্মদ নাসিম, এমপি বলেন, আজকের বাংলাদেশ উন্নয়নের বাংলাদেশ। বর্তমান সরকারের আমলে বিভিন্ন সেক্টরে দ্রুত উন্নয়ন হচ্ছে। বিশেষ করে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অভাবনীয় উন্নয়ন হয়েছে। মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু হার কমাতে আমরা ভারত ও পাকিস্তানকে ছাড়িয়ে গেছি। আমাদের বিভিন্ন প্রতিকূলতার মাঝে কাজ করতে হয়। এটা উপলব্ধি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রিজিওনাল ও ডিস্ট্রিক্ট কনসালটেন্ট এফপিসিএস-কিউআইটিদের মাঝে গাড়ি দিয়েছেন। আশা করি এই গাড়িগুলো সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের স্বাস্থ্যসেবা আরও একধাপ এগিয়ে যাবে।

সভাপতির বক্তৃতায় জনাব কাজী মোস্তফা সারোয়ার রিজিওনাল ও ডিস্ট্রিক্ট কনসালটেন্ট এফপিসিএস-কিউআইটিদের গাড়িগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে সেবা দেওয়ার আহ্বান জানান।

পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ-২০১৮ উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রেস ব্রিফিংয়ে বক্তব্য রাখছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন

পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ-২০১৮ উপলক্ষে প্রেস ব্রিফিং

২৪-২৮ নভেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত দেশব্যাপী পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষে গত ২২ নভেম্বর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়।

প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন। আরও উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জনাব স্মৃতি রানী ঘরামী, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব কাজী মোস্তফা সারোয়ার, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, আইইএম ইউনিটের পরিচালক ড. আশরাফুন্নেছা, উপপরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন বলেন, বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য, কিশোর-কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য, পুষ্টিসেবা, প্রজনন স্বাস্থ্য, নিরাপদ মাতৃত্ব-এসকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০২২ সালের মধ্যে মাতৃমৃত্যু হার ১০৫-এ (প্রতি লাখ জীবিত জন্মে) কমিয়ে আনার লক্ষ্যে চতুর্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে দক্ষ সেবাদানকারীর সহায়তায় ৫৩%-এর বেশি প্রসব সম্পাদিত হচ্ছে, যা ২০১০ সালে ছিল মাত্র ২৭%। প্রসবকালে ও প্রসব-পরবর্তী সময়ে মাতৃস্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের হার বৃদ্ধি এবং আর্থসামাজিক অগ্রগতির ফলে এ সফলতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

সচিব মহোদয় আরও বলেন, বর্তমানে ১৮৫টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র থেকে জরুরি প্রসূতিসেবা, ৪৫০০টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রকে মানউন্নীত করে নরমাল ডেলিভারি সেবা দেওয়া হচ্ছে এবং ২২০০টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র হতে সপ্তাহে প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা নরমাল ডেলিভারি সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

সচিব মহোদয় বলেন, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের পরপরই মা-কে যদি প্রসব-পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনার আওতায় আনা যায় এবং পরিকল্পিত পরিবার গড়তে কমপক্ষে ৩ বছর ব্যবধানে সন্তান নেয়ার জন্য পরিবার পরিকল্পনার একটি উপযুক্ত পদ্ধতি প্রদান করা যায় তাহলে পরিবার পরিকল্পনার দীর্ঘ মেয়াদী ও স্থায়ী পদ্ধতিও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা সম্ভব।

দেশব্যাপী এই সেবা ও প্রচার সপ্তাহ উদযাপনের অংশ হিসেবে বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি ও প্রেস ব্রিফিং এবং উপজেলা পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি সভার আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। নির্ধারিত বক্তৃতা শেষে সচিব মহোদয় বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ-২০১৮ উদ্‌যাপন উপলক্ষে সমন্বয় সভায় বক্তব্য রাখছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন

পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ-২০১৮ উদ্‌যাপন উপলক্ষে সমন্বয় সভা

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আইইএম ইউনিটের সম্মেলন কক্ষে গত ৮ নভেম্বর ২০১৮ খ্রি: পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ উদ্‌যাপনকে সামনে রেখে এক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন। সভাপতিত্ব করেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব কাজী মোস্তফা সারোয়ার।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন বলেন, এবারের পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ জাঁকযমকপূর্ণ করতে হবে। সেইসাথে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারি বৃদ্ধি করতে হবে। পাশাপাশি কিশোরী স্বাস্থ্য কর্নারগুলোকে ঠিকমতো কাজ করাতে হবে।

তিনি আরও বলেন, প্রচার করলে প্রসার হবে। এজন্য বিভিন্ন মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন দিতে হবে। সরকারের ফান্ডের পাশাপাশি স্থানীয় স্পন্সর খুঁজতে হবে। বিভাগ, জেলা ও উপজেলার প্রবেশ মুখে মেইন রোডে বিলবোর্ডগুলো স্থাপন করতে হবে। সেবাগ্রহীতাদের সেবা নিতে আগ্রহী করতে সেবার মান বৃদ্ধির পাশাপাশি সেবাকেন্দ্রগুলোতে আইইসি ম্যাটেরিয়ালগুলো প্রদর্শন করতে হবে। সেই সাথে সুপারভিশন মনিটরিং আরও জোরদার করতে হবে।

সভাপতির বক্তৃতায় জনাব কাজী মোস্তফা সারোয়ার বলেন, পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ জাঁকযমকপূর্ণ করার পাশাপাশি সেবার মান ও সংখ্যা বাড়াতে হবে। মহাপরিচালক মহোদয় মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর থেকে মনিটরিং টিম বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শন করে পরিদর্শনের ছবিগুলো অধিদপ্তরের ফেসবুক ও সুখের সোপানে আপলোড করতে নির্দেশ প্রদান করেন।

আইইএম ইউনিটের পরিচালক ও যুগ্ম সচিব ড. আশরাফুন্নেছা স্বাগত বক্তব্য রাখেন। এরপর আইইএম ইউনিটের উপপরিচালক (পিএম) জাকিয়া আখ্‌তার সভার কার্যপত্র অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

সমন্বয় সভায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন ইউনিটের পরিচালক, বিভাগীয় পরিচালক এবং কর্মকর্তাবৃন্দ পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহকে কিভাবে আরও ভালোভাবে উদযাপন করা যায় সেসব বিষয় নিয়ে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন। মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক প্রস্তাবিত এবারের সেবা সপ্তাহের প্রতিপাদ্য নির্বাচন করা হয় 'প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারি বৃদ্ধি করি, প্রসব-পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি নিশ্চিত করি'।

দেশব্যাপী পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ-২০১৮ এর বেলুন উড়িয়ে উদ্বোধন করছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিনসহ অতিথিবৃন্দ

দেশব্যাপী পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ-২০১৮ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান

১০০ শয্যাবিশিষ্ট মা ও শিশু স্বাস্থ্য হাসপাতাল মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টারে গত ২৪ নভেম্বর (২৪ থেকে ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত) বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি, বেসরকারি ও প্রাইভেট সেক্টরের সকল সেবাকেন্দ্রে দেশব্যাপী 'পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ' উদযাপনের উদ্বোধন হয়।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন। আরও উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (জনসংখ্যা, পরিবার কল্যাণ ও আইন) জনাব কাজী আ খ ম মহিউল ইসলাম, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের বিভিন্ন ইউনিটের পরিচালক, এর অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালক, উপপরিচালক এবং বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে সচিব মহোদয় ১০০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু স্বাস্থ্য হাসপাতাল মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার পরিদর্শন করেন।

নোয়াখালীতে প্রসবসেবা জোরদারকরণ বিষয়ক অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নোয়াখালীতে প্রসবসেবা জোরদারকরণ বিষয়ক অবহিতকরণ কর্মশালায় অতিথিবৃন্দ

এমসিএইচ-সার্ভিসেস ইউনিটের আয়োজনে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র থেকে ২৪/৭ স্বাভাবিক (সার্বক্ষণিক) প্রসবসেবা জোরদারকরণের লক্ষ্যে গত ৩ নভেম্বর ২০১৮ নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলায় প্রসবসেবা জোরদারকরণ বিষয়ক অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব কাজী মোস্তফা সারোয়ার, চট্টগ্রাম বিভাগের পরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা) জনাব মুহাম্মদ নুরুল আলম, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব এবিএম জাফর উল্লাহ, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের এমসিএইচ-সার্ভিসেস ইউনিটের পরিচালক ডা: মোহাম্মদ শরীফ, উপপরিচালক (স্বাস্থ্য), চট্টগ্রাম বিভাগ, বেগমগঞ্জ উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান। সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের এমসিএইচ-সার্ভিসেস ইউনিটের কর্মকর্তা এবং কুমিল্লা জেলার পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিবৃন্দ।

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ মানবিক উদ্যোগ

পার্শ্ববর্তী দেশ মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত প্রায় ১১ লক্ষাধিক মিয়ানমার নাগরিককে আশ্রয়দান বিশ্বব্যাপী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে পরিচিত করেছে 'মানবতার মহান নেত্রী' হিসেবে। আর্ত-মানবতার প্রতি সেবা ও সম্মানের দৃষ্টিকোণ বজায় রেখে কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় স্থাপিত ৩০টি ক্যাম্পে অবস্থিত এসকল নাগরিককে মাতৃস্বাস্থ্য ও শিশুস্বাস্থ্য উন্নয়নে এবং পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদা পূরণে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রায় ১৯টি দেশীয় বেসরকারি সংস্থা এবং ৫টি আন্তর্জাতিক দাতাসংস্থা ও স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে এসকল সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ৭টি জরুরি মেডিক্যাল টিমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন ৩১ জন চিকিৎসক, ৫৮ জন উপসহকারী কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসার স্থানীয় সেবা প্রদানকারীদের সাথে পর্যায়ক্রমে যুক্ত হয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে এই সেবা প্রদান করে যাচ্ছেন। কমিউনিটি ক্লিনিক ও স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজনের পাশাপাশি কক্সবাজার মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, ২টি সদর ক্লিনিক, ৬টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, ৩টি আরডি ও এনজিও সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে গর্ভবতী, প্রসব, প্রসবোত্তর সেবা, শিশুসেবা, কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্যসেবাসহ সার্বক্ষণিক এ সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত গর্ভবতী রোহিঙ্গা নারীদের ১,৫০,০০০ বার এএনসি সেবা, ৪২৯৮টি প্রসব সেবা এবং ২৪৫০০ বার পিএনসি সেবা প্রদান করা হয়েছে। প্রায় ৩৫,০০০ গর্ভবতী মাকে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়াও ২ লক্ষাধিকবার ০-৫ বছর বয়সী শিশু, ৬ লক্ষাধিক সাধারণ রোগীর সেবা এবং এক লক্ষাধিক অন্যান্য প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে। প্রায় ১ লাখ ১৫ হাজার বিভিন্ন ধরনের পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি বিতরণ/সেবা প্রদান করা হয়েছে। সেইসাথে ২ লাখ নাগরিককে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে এবং ৩ লক্ষ নাগরিককে মাতৃস্বাস্থ্য বিষয়ে কাউন্সেলিং প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বিনামূল্যে ২২ প্রকার বিভিন্ন ধরনের ওষুধ নিয়মিতভাবে তাদের মাঝে বিতরণ করা হচ্ছে। ইউএনএফপিএ প্রদত্ত একটি অ্যাম্বুলেন্স সার্বক্ষণিক জরুরি প্রসূতিসেবা কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। রোহিঙ্গাদের নিজস্ব ভাষায় তৈরী সচেতনতামূলক ভিডিও অডিওভিজ্যুয়াল ভ্যান দ্বারা প্রচার, পথনাটকের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি, স্থানীয় সেবা প্রদানকারীদের দক্ষতা উন্নয়নে কাউন্সেলিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, কাউন্সেলিংকিটসহ অন্যান্য প্রচার সামগ্রী বিতরণ এবং রোহিঙ্গা ধর্মীয় নেতা, ইমাম ও সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে 'ইসলামের আলোকে পরিবার পরিকল্পনা' শীর্ষক উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালার আয়োজন করা হচ্ছে।

পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ পরবর্তী পর্যালোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

আইইএম ইউনিটের আয়োজনে এবং ইউএনএফপিএর অর্থায়নে গত ১৩ ডিসেম্বর ২০১৮ উক্ত ইউনিটের সম্মেলন কক্ষে পরিবার কল্যাণ সেবা ও

পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ-২০১৮ এর পর্যালোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব কাজী মোস্তফা সারোয়ার

প্রচার সপ্তাহ-২০১৮-এর উদযাপনকারী সেরা অর্জনকারীদের পুরস্কৃত করার জন্য পর্যালোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্য রাখেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব কাজী মোস্তফা সারোয়ার।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইইএম ইউনিটের পরিচালক জনাব ড. আশরাফুন্নেছা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের বিভিন্ন ইউনিটের পরিচালক এবং বিভাগীয় পরিচালক, সকল জেলার উপপরিচালক এবং আইইএম ইউনিটের কর্মকর্তাবৃন্দ।

সভাপতির বক্তব্যে জনাব কাজী মোস্তফা সারোয়ার বলেন, পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ উদযাপনের ফলে সবার মধ্যে আগ্রহ, উদ্দীপনা ও কর্মচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এবারের সেবা ও প্রচার সপ্তাহ দেশব্যাপী উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপিত হয়েছে এবং এবার সুপারভিশন ও মনিটরিং কার্যক্রমও খুব ভালো ছিল।

পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ চলাকালীন সেবা প্রদানে বান্দরবান জেলা প্রথম স্থান অর্জন করায় মহাপরিচালক মহোদয়ের কাছ থেকে বিশেষ সম্মাননা গ্রহণ করছেন চট্টগ্রাম জেলার পরিচালক ও বান্দরবান জেলার উপপরিচালক মহোদয়

আইইএম ইউনিটের উপপরিচালক (পিএম) জাকিয়া আখ্‌তার পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহের অগ্রগতি নিয়ে একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। এছাড়া সেবা ও প্রচার সপ্তাহকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য মনিটরিং কর্মকর্তাদের পরামর্শ ও করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

এবারের পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ চলাকালীন সেবা প্রদানে দেশের সেরা তিনটি জেলা যথাক্রমে বান্দরবান, ঢাকা এবং বাগেরহাট। ওই তিন জেলার উপপরিচালকগণকে মহাপরিচালক মহোদয় বিশেষ সম্মাননা স্মারক তুলে দেন।

আইইএম ইউনিটের আয়োজনে আইইসি কার্যক্রমের ওপর পরিকল্পনা কর্মশালা

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আইইএম ইউনিটের আয়োজনে গত ৫ নভেম্বর ২০১৮ উক্ত ইউনিটের সম্মেলন কক্ষ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আইইসি কার্যক্রমের ওপর এক পরিকল্পনা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব কাজী মোস্তফা সারোয়ার। বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের বিভিন্ন ইউনিটের পরিচালকবৃন্দ এবং উপ-প্রধান, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ। সভাপতিত্ব করেন আইইএম ইউনিটের পরিচালক ড. আশরাফুন্নেছা।

আইইএম ইউনিটের আয়োজনে আইইসি কার্যক্রমের ওপর পরিকল্পনা কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব কাজী মোস্তফা সারোয়ার

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কাজী মোস্তফা সারোয়ার বলেন, পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, বাল্যবিয়ে নিরোধ ও কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ে জনগণের সচেতনতা, অংশগ্রহণ ও চাহিদা বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করা অত্যাবশ্যক। আইইএম ইউনিট পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মুখপাত্র হিসেবে দেশব্যাপী পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, বাল্যবিয়ে নিরোধ ও কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে সার্ভিস ডেলিভারি ইউনিটগুলো (এমসিএইচ-সার্ভিসেস, সিসিএসডিপি, ফিল্ড সার্ভিসেস ইউনিট) সহজেই সেবা দানের কাজ করতে সক্ষম হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে আইইএম ইউনিটের উপপরিচালক (পিএম) জাকিয়া আখ্‌তার আইইসি ও এসবিসিসি কার্যক্রমের একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন প্রদান করেন।

কর্মশালায় সমাপনী বক্তব্যে ড. আশরাফুন্নেছা সকল অংশগ্রহণকারীকে নিজ নিজ পর্যায়ে আইইসি কার্যক্রম জোরদার এবং আইইসি উপকরণসমূহ যথাযথভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য, বাল্যবিয়ে ও কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত তথ্য জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

এমসিএইচ-সার্ভিসেস ইউনিটের পরিচালক ডা: মোহাম্মদ শরীফ সার্ভিস ডেলিভারি ইউনিটসমূহের সেবা কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রচার ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম গ্রহণের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান। ইউএসএআইডি উজ্জীবন এসবিসিসি প্রজেক্ট কর্মশালায় প্রয়োজনীয় রিসোর্স পার্সন ও ফ্যাসিলিটেটর দিয়ে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে।

'সুখী পরিবার' কলসেন্টারের এজেন্টদের পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি, এমআর ও গর্ভপাত পরবর্তী সেবা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন আইইএম ইউনিটের আয়োজনে এবং আইপাস বাংলাদেশের কারিগরি সহযোগিতায় 'সুখী পরিবার' কলসেন্টারের এজেন্টদের নিয়ে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি, এমআর ও গর্ভপাত-পরবর্তী সেবা বিষয়ক প্রশিক্ষণ গত ২৩ থেকে ২৪ ডিসেম্বর এবং ২৬ থেকে ২৭ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রি: দু'টি ব্যাচে অনুষ্ঠিত হয়।

'সুখী পরিবার' কলসেন্টার এজেন্টদের পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি, এমআর ও গর্ভপাত পরবর্তী সেবা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব কাজী মোস্তফা সারোয়ার

প্রশিক্ষণের প্রথম দিন প্রধান অতিথি ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব কাজী মোস্তফা সারোয়ার। সভাপতিত্ব করেন আইইএম ইউনিটের পরিচালক ও যুগ্ম সচিব ড. আশরাফুন্নেছা। বিশেষ অতিথি ছিলেন সিসিএসডিপি ইউনিটের পরিচালক ডা. মো: মঈনুদ্দীন আহমেদ, অর্থ ইউনিটের পরিচালক ও লাইন ডাইরেক্টর (এফএসডিপি) ডা. মো: সারোয়ার বারী। আরও উপস্থিত ছিলেন আইইএম ইউনিট ও আইপাস বাংলাদেশের কর্মকর্তাবৃন্দ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন আইইএম ইউনিটের উপপরিচালক জাকিয়া আখ্তার।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় জনাব কাজী মোস্তফা সারোয়ার কলসেন্টারের কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, আপনাদের প্রধান কাজ মানুষকে সঠিক তথ্য প্রদান করা। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি, এমআর ও গর্ভপাত-পরবর্তী সেবা বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে দেয়া। এ প্রশিক্ষণ তাদের দক্ষতা উন্নয়নে কাজ করবে।

সভাপতির বক্তৃতায় ড. আশরাফুন্নেছা বলেন, সেবাগ্রহীতাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে নিজেকে জানতে হবে। নলেজ আপগ্রেড করতে হবে। না জেনে কোনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে না। কলসেন্টার 'সুখী পরিবার' প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য জনগণের মাঝে সঠিক স্বাস্থ্যসেবার তথ্য পৌঁছে দেওয়া।

প্রশিক্ষণের দ্বিতীয় দিন সভাপতিত্ব করেন আইইএম ইউনিটের পরিচালক ও যুগ্ম সচিব ড. আশরাফুন্নেছা। সভাপতির বক্তৃতায় তিনি বলেন, আমি আশা করি এই প্রশিক্ষণ মাতৃমৃত্যু রোধে অবদান রাখবে। এই জন্য আমাদের আরও কাজ করতে হবে। একটি সঠিক তথ্য মানুষের জীবন বাঁচায় এবং ভুল তথ্যের কারণে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

এই দিন ট্রেনিংয়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে আরও বক্তব্য রাখেন সিসিএসডিপি ইউনিটের পরিচালক ডা. মো: মঈনুদ্দীন আহমেদ, আইইএম ইউনিটের উপপরিচালক (পিএম) জাকিয়া আখ্তার, পপুলেশন কমিউনিকেশন অফিসার খন্দকার মাহবুবুর রহমান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আইইএম ইউনিটের পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ বাদশা হোসেন।

কক্সবাজারে ইসলামের আলোকে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা

আইইএম ইউনিটের আয়োজনে গত ৮ ডিসেম্বর ২০১৮ কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলার কুতুপালং-এ ব্র্যাক সাইট ম্যানেজমেন্ট অফিস, ক্যাম্প ১/ই-এ 'ইসলামের আলোকে পরিবার পরিকল্পনা' বিষয়ে এক উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব কাজী মোস্তফা সারোয়ার। বিশেষ অতিথি ছিলেন কক্সবাজারের শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবুল কালাম। সভাপতিত্ব করেন আইইএম ইউনিটের পরিচালক ড. আশরাফুন্নেছা। অংশগ্রহণকারী হিসেবে ছিলেন রোহিঙ্গা ধর্মীয় নেতা/ইমাম, ব্লকের মুরুব্বি, মাঝি, মসজিদ কমিটির সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক ও প্রভাবশালী সদস্য।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় জনাব কাজী মোস্তফা সারোয়ার বলেন, বর্তমান সরকার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য কল্যাণকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তাদেরকে আশ্রয় দিয়ে বর্তমান সরকার এক অভাবনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, আন্তর্জাতিকভাবে সুনাম কুড়িয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে তাদের অবস্থান সাময়িক। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তারা নিজ দেশে ফেরত চলে যাবেন। মহাপরিচালক মহোদয় রোহিঙ্গা ইমামগণকে মসজিদে খুদবার সময় পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করেন।

কক্সবাজারে ইসলামের আলোকে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব কাজী মোস্তফা সারোয়ারসহ অতিথিবৃন্দ

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় জনাব মোহাম্মদ আবুল কালাম পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের ওপর গুরুত্ব দিয়ে অংশগ্রহণকারীগণকে পরিকল্পিত পরিবার গঠনের উদ্বুদ্ধমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের অনুরোধ জানান। সভাপতির বক্তৃতায় ড. আশরাফুন্নেছা বলেন, গর্ভবতী মায়ের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা নিতে সেবাকেন্দ্রে আসার জন্য পরামর্শ প্রদান করতে হবে। ক্যাম্প ইনচার্জ (সিআইসি) তার বক্তব্যে বলেন, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও প্রদান করা হচ্ছে। তাদেরকে স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি পরিবার পরিকল্পনা সেবা পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে সকল প্রকার সহযোগিতা সিআইসি'র পক্ষ থেকে করা হচ্ছে।

সিলেটে মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক নবনির্মিত এফডব্লিউসি উদ্বোধন

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব কাজী মোস্তফা সারোয়ার ফিতা কেটে সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ উপজেলার বুধবাড়িবাজারে নবনির্মিত ইউনিয়ন ও স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করছেন

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব কাজী মোস্তফা সারোয়ার গত ২৬ নভেম্বর ২০১৮ গোলাপগঞ্জ উপজেলার বুধবাড়িবাজারে নবনির্মিত ইউনিয়ন ও স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। মহাপরিচালক মহোদয় ওই কেন্দ্রের বিভিন্ন রুম পরিদর্শন করেন এবং আগত রোগীদের সাথে কথা বলেন। তিনি কেন্দ্রের উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার, পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাসহ কেন্দ্রের সার্বিক

কার্যক্রমের প্রশংসা করেন ও তাদেরকে পরিবার পরিকল্পনা সেবা আরো জোরদার করার পরামর্শ দেন।
তিনি সেবাকেন্দ্রটিতে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম আরো উন্নত করার নিমিত্তে আধুনিক সাজ-সরঞ্জামাদি সরবরাহ করার নির্দেশনা প্রদান করেন। এ সময় সিলেট জেলার উপপরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা) ডা: লুৎফুন্নাহার জেসমিন উপস্থিত ছিলেন। এর পরের দিন ২৭ নভেম্বর ২০১৮ মহাপরিচালক মহোদয় একই জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলার লেঙ্গুরা ইউনিয়ন ও স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

রংপুরে এমআইএস ইউনিটের উদ্যোগে ই-এমআইএস বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা অনুষ্ঠিত

রংপুরে এমআইএস ইউনিটের ই-এমআইএস বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব কাজী মোস্তফা সারোয়ার

এমআইএস ইউনিটের উদ্যোগে গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৮ রংপুরের আরডিআরএস কনফারেন্স রুমে ই-এমআইএস বিষয়ক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব কাজী মোস্তফা সারোয়ার। সভাপতিত্ব করেন রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের পরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা) জনাব মো: শফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন এমআইএস ইউনিটের পরিচালক জনাব মো: নাজমুছ সাদাত সেলিম, সিনিয়র স্ট্র্যাটেজিক এ্যান্ড টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার (MEASURE Evaluation) জনাব মো: হুমায়ুন কবীর, এমআইএস ইউনিটের উপপরিচালক জনাব অজয় রতন বড়ুয়া, রংপুর বিভাগ ও রাজশাহী জেলার পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সেভ দ্য চিল্ড্রেন ও আইসিডিডিআর বি'র প্রতিনিধিবৃন্দ।
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন রংপুর জেলার উপপরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা) ডা: শেখ মো: সাইদুল ইসলাম। এরপর তিনি ই-এমআইএস কার্যক্রমের উপর একটি ভিডিও ডকুমেন্টরি প্রদর্শন করেন।
প্রধান অতিথির বক্তৃতায় জনাব কাজী মোস্তফা সারোয়ার ই-এমআইএস উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মীদের ই-এমআইএস ব্যবহারের নির্দেশনা প্রদান করেন। অতিথিবৃন্দ ই-এমআইএস কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। সেইসাথে প্রোগ্রাম ম্যানেজারবৃন্দ ই-এমআইএস টুলস নিয়ে তাদের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন।

কুমিল্লায় এমসিএইচ-সার্ভিসেস ইউনিটের উদ্যোগে প্রসবসেবা জোরদারকরণ বিষয়ক অবহিতকরণ কর্মশালা

এমসিএইচ-সার্ভিসেস ইউনিটের আয়োজনে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র থেকে ২৪/৭ স্বাভাবিক (সার্বক্ষণিক) প্রসবসেবা জোরদারকরণের লক্ষ্যে গত ১০ নভেম্বর ২০১৮ কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কুমিল্লায় প্রসবসেবা জোরদারকরণ বিষয়ক অবহিতকরণ কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন এমসিএইচ-সার্ভিসেস ইউনিটের পরিচালক ডা: মোহাম্মদ শরীফ

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিভাগের পরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা) জনাব মুহাম্মদ নুরুল আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের এমসিএইচ-সার্ভিসেস ইউনিটের পরিচালক ডা: মোহাম্মদ শরীফ, কুমিল্লা জেলার সিভিল সার্জন ডা: মো: মুজিবুর রহমান, নাঙ্গলকোট উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মো: সামছু উদ্দিন, কুমিল্লা জেলার উপপরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা) জনাব মো: মাহবুবুল করিম। সভাপতিত্ব করেন নাঙ্গলকোট উপজেলার নির্বাহী অফিসার জনাব দাউদ হোসেন চৌধুরী। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের এমসিএইচ-সার্ভিসেস ইউনিটের কর্মকর্তা, নাঙ্গলকোট উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিবৃন্দ।

নারায়ণগঞ্জে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং পুষ্টিসেবা কার্যক্রম বিষয়ক কর্মশালা

নারায়ণগঞ্জে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং পুষ্টিসেবা কার্যক্রম বিষয়ক কর্মশালায় অতিথিবৃন্দ

পরিকল্পনা ইউনিটের উদ্যোগে এবং নারায়ণগঞ্জ পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের আয়োজনে গত ১০ জানুয়ারি ২০১৯ নারায়ণগঞ্জের লিংক রোডের হিমালয় চাইনিজ রেস্টুরেন্টে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং পুষ্টিসেবা কার্যক্রম বিষয়ক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিকল্পনা ইউনিটের পরিচালক ড. শাহেদ ইকবাল মো: মাহবুব-উর-রহমান, ঢাকা বিভাগের পরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা) জনাব ব্রজ গোপাল ভৌমিক। সভাপতিত্ব করেন উপপরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা) জনাব মো: বসির উদ্দিন।অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকার কনসালট্যান্ট, এফপিসিএসটি-কিউএটি ডা: মো: আব্দুল হক, পরিকল্পনা ইউনিটের প্রোগ্রাম ম্যানেজার (পিএমই) আফরোজা সুলতানা, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার আইরিন আক্তার। কর্মশালায় জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগে কর্মরত নির্বাচিত কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিসহ ৩৫ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।

এমএফএসটিসিতে অপারেশন টিমের গর্বিত সদস্যবৃন্দ

এমএফএসটিসিতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা

গাজীপুরের ৩৫ বছর বয়সী মিসেস সানজিদা দম্পতির পরিবার পূর্ণ হওয়ায় (দুটি সন্তান) ৩ বছর আগে সানজিদার বিএলটিএল বা টিউবাল লাইগেশন করা হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো একটি দুর্ঘটনায় তাদের দুই সন্তানই মৃত্যুবরণ করে। এতে সানজিদা দম্পতি স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। তারা আবার সন্তান পাওয়ার অভিপ্রায়ে ২০১৮ সালের ২৬ নভেম্বর ১০০ শয্যাবিশিষ্ট মা ও শিশু স্বাস্থ্য হাসপাতাল মোহাম্মদ ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টারে ভর্তি হন। যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যখন চিকিৎসকরা তাদের আশ্বাস দেন Recanalization নামক Operarion-এর মাধ্যমে পুনরায় সন্তান জন্মদানের সক্ষমতা অর্জন সম্ভব, তখন সানজিদা দম্পতি সুন্দর আগামীর স্বপ্ন দেখা শুরু করেন।

'রিকেনালাইজেশন' হলো তাদের স্বপ্ন পূরণের একটি উপায়। ২৭ নভেম্বর '১৮ প্রথমবারের মতো এমএফএসটিসি টিম তাদের আশা জাগিয়ে রাখার জন্য সানজিদার উভয় পার্শ্বের ফেলোপিয়ান টিউবের 'পুনঃসংযোজন মাইক্রো সার্জারি' সফলভাবে সম্পাদন করেন। টিমের গর্বিত সদস্যরা হলেন–Operation Team- ডা: নাসরিন সুলতানা (ইনফার্টিলিটি কনসালটেন্ট) ও ডা: হেলেনা জেবিন (সিনিয়র কনসালটেন্ট/OBGY); Anaesthesia Team : ডা: মো: মুনীরুজ্জামান সিদ্দীকী (পরিচালক, এমএফএসটিসি), ডা: রুমানা সালাম (অ্যানেস্থেসিয়লজিস্ট) এবং Assistance Team : এসএসএন আয়শা আক্তার ও এফডব্লিউভি সায়মা আক্তার।

প্রশাসন ইউনিটের শৃঙ্খলা শাখা কর্তৃক এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর-২০১৮ পর্যন্ত ছয় মাসে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের প্রশাসন ইউনিটের শৃঙ্খলা শাখা কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে গত এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর-২০১৮ পর্যন্ত ছয় মাসে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে–

১। অসদাচরণ ও দুর্নীতির কারণে তিনজন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকার একটি করে বার্ষিক বর্ধিত বেতন এক বছরের জন্য স্থগিত করা হয়েছে (বকেয়া প্রাপ্য নয়)।

২। অসদাচরণ ও বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির অভিযোগে একজন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

৩। অসদাচরণ ও বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির অভিযোগে একজন ফার্মাসিস্টকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

৪। অসদাচরণ ও বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির অভিযোগে একজন ফার্মাসিস্টকে বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে।

৫। ফৌজদারি মামলার অভিযোগে একজন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শককে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

সিসিএসডিপির উদ্যোগে প্রসব-পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক অবহিতকরণ কর্মশালা

কিশোরগঞ্জে প্রসব-পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক অবহিতকরণ কর্মশালায় অতিথিবৃন্দ

সিসিএসডিপি ইউনিটের উদ্যোগে গত ১০ জানুয়ারি ২০১৯ কিশোরগঞ্জ জেলার সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে প্রসব-পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক অবহিতকরণ এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরফদার মো: আক্তার জামিল, উপপরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা) ডা: মো: আব্দুর রউফ, উপজেলা পরিষদ প্যানেল চেয়ারম্যান জনাব মামুন আল মাসুদ খান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মো: মাহদী হাসান, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ও ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার ডা: রফিকুল ইসলাম তালুকদার, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা: মো: মোস্তাফিজুর রহমান, সদর উপজেলা হেল্থ কমপ্লেক্সের কনসালট্যান্ট (গাইনি অ্যান্ড অবস) ডা: শশাঙ্ক কুমার সূত্রধর, সদর উপজেলা হেল্থ কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা: মো: আবুল হোসেন, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা জনাব মো: মিজানুর রহমান, মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি) ডা: মো: সাইদুল হাসান, জেলা প্রেস ক্লাব সভাপতি মো: মোস্তফা কামাল।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী হিসেবে ছিলেন–স্বাস্থ্য বিভাগের উপসহকারী কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসার, স্বাস্থ্য পরিদর্শক, সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক, স্বাস্থ্য সহকারী, কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার এবং পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপসহকারী কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসার, ফার্মাসিস্ট,পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক ও পরিবার কল্যাণ সহকারী।

শোক সংবাদ

ড. মো: আহসানুল হক

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পরিবার পরিকল্পনা) ক্যাডারের সদস্য ১৮তম ব্যাচের কর্মকর্তা ড. মো: আহসানুল হক গত ১১ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি: হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তার এই আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে আমরা মরহুমের বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফেরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

এস এম মুজাহিদুল ইসলাম

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পরিবার পরিকল্পনা) ক্যাডারের সদস্য ২০তম ব্যাচের কর্মকর্তা জনাব এস এম মুজাহিদুল ইসলাম (অপু) গত ১০ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি: হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তার এই আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে আমরা মরহুমের বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফেরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

আইইএম ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ৬ কাওরান বাজার, ঢাকা থেকে সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বা.প.ক.ম./ফেব্রুয়ারি ২০১৯/পপঅ/আইইএম প্রেস/নি-১২৭০০, MOHFW/February 2019/DFP/IEM Press/N-12700